মাসিক বুলেটিন

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যা ঃ ৯৫ | বর্ষঃ ১২ | জানুয়ারি ২০১৭

ভারতের দিল্লিতে মহাপরিচালক পর্যায়ে ৫ম সভা অনুষ্ঠিত

গত ২১-২২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং ভারতের নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর মহাপরিচালক পর্যায়ে ৫ম দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে মহাপরিচালক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভায় অংশগ্রহণকারীগণ

উক্ত বৈঠকে মহাপরিচালক পর্যায়ে অবৈধ মাদক পাচার নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান ভারত হতে পাচারকৃত হেরোইন, ফেন্সিডিল, গাঁজা ও ইঞ্জেকটিং ড্রাগ প্রতিরোধে ভারতের সহযোগিতা চান। ভারতের নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর মহাপরিচালক উক্ত ড্রাগস প্রতিরোধে সহযোগিতার পূর্ণ আশ্বাস দেন। তিনি আরো বলেন, গত বছর ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আসাম রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় গাঁজা ক্ষেত ধ্বংস করেছে।

খ্রিস্টীয় বড় দিন এবং"থার্টি ফার্স্ট নাইট" এর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে সাংবাদিক সম্মেলন

১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে খ্রিস্টীয় বড় দিন এবং "থার্টি ফার্স্ট নাইট" এর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে আলাদা কোন মিডিয়া উইং না থাকায় প্রতিনিয়ত আনুষ্ঠানিক মাদক মামলার হালচিত্র নিয়মিতভাবে গণমাধ্যমের সামনে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তার সীমিত জনবল দ্বারা সারাদেশে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে থাকে। অধিদপ্তরের পাশাপাশি অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে থাকে।

জনাব সালাহউদ্দিন মাহমুদ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নতুন মহাপরিচালক

জনাব সালাহউদ্দিন মাহমুদ

জনাব সালাহউদ্দিন মাহমুদ ০৪ জানুয়ারি ১৯৬২ সালে ঢাকা জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৩ সনে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসএস ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৮৬ সালে ২১ জানুয়ারি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। চাকরি জীবনে তিনি সহকারী কমিশনার, উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পরিচালক, মহাপরিচালক, কুমিল্লার কোটবাড়ীতে অবস্থিত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এর মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি গত ২৭ মার্চ ২০১৭ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন। তিনি চাকরিসূত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ইতালী, বেলজিয়াম, চীন, হংকং, ভিয়েতনাম, লাওস, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, কোরিয়া, জাপান, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জর্ডান, ভারত প্রভৃতি দেশ সফর করেন। তিনি অফিসার্স ক্লাবসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে জড়িত। অধিদপ্তরের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনে তিনি সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি বিবাহিত এবং তিন সন্তানের জনক।

সাংবাদিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকবৃন্দ

ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমেও মাদক মামলা রুজু করা হয়ে থাকে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং অন্যান্য সকল সংস্থা কর্তৃক রুজুকৃত মোট মামলার সংখ্যা, আসামীর সংখ্যা, খালাস ও সাজা প্রাপ্তির তুলনামূলক পরিসংখ্যান প্রকাশ করার লক্ষ্যে এখন থেকে প্রতি মাসেই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হবে বলে জানানো হয়।

২৫ ডিসেম্বর বড়দিন এবং ৩১ ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট নাইট/২০১৬ উদ্‌যাপনকালে মাদকদ্রব্য পাচার, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও মাদক সংক্রান্ত অপরাধ যাতে সংঘটিত না হয় সে জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ইতোমধ্যে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চল, ঢাকা জেলা কার্যালয় এবং বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, ঢাকা এর সমন্বয়ে অপারেশন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ঢাকার বাইরেও সারা দেশে বিভাগীয় কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে অনুরূপ অভিযান পরিচালনা অব্যাহত থাকবে।

মিডিয়ার মাধ্যমে দেশের মাদক মামলার চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হলে অধিদপ্তরের কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আসবে।

অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

মাঠ পর্যায়ে কর্মরত অতিরিক্ত পরিচালক, উপ-পরিচালক এবং সহকারী পরিচালকদের কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রতি ০৩ (তিন) মাস পরপর সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভায় অংশগহণকারীগণ

উক্ত সমন্বয় সভায় সভাপতিত্ব করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান। তিনি বলেন, মাদকের ভয়াবহতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাদকের ভয়বহতা থেকে রক্ষা করাই আপনাদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব পরিমল কুমার দেব বলেন, আপনাদেরকে আরো নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। শুধু প্রমাপ পুরণ না করে অভিযানের সংখ্যা বাড়ানোর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ মামলা উদ্‌ঘাটন করতে হবে। সমন্বয় সভায় অধিদপ্তরের পরিচালক, মাঠ পর্যায়ে কর্মরত অতিরিক্ত পরিচালক, উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালকগণ অংশগ্রহণ করেন।

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও প্রচারাভিযান

ডিসেম্বর' ২০১৬ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত নিরোধশিক্ষামূলক কার্যক্রমের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

মাদকবিরোধী আলোচনা সভা/ সেমিনার/ ওয়ার্কশপ	৪৯০ টি স্থানে
মাদকের কুফল সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে বক্তৃতা	১৩৩ টি স্থানে
মাদকবিরোধী পোস্টার/ স্টিকার/ লিফলেট বিতরণ	৬৩,৭৪১ টি স্থানে
মাদকবিরোধী শর্টফিল্ম/ডকুমেন্টারি প্রদর্শন	১১৮ টি স্থানে
মোট	৬৪,৪৮২ টি স্থানে

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাসিক বুলেটিন

উপদেষ্টা : সালাহউদ্দিন মাহমুদ
মহাপরিচালক

সম্পাদক : কে.এম. তারিকুল ইসলাম
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)

সহ-সম্পাদক : মোহাম্মদ রুহুল আমিন
সহকারী পরিচালক (গ: ও প্র:)

সংখ্যা : ৯৫
বর্ষ : ১২
জানুয়ারি : ২০১৭

ডিসেম্বর/২০১৬ মাসে দেশব্যাপী মোট ৬৪,৪৮২টি মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক নিরোধ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এ সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শ্রেণিবক্তৃতা দেয়া হয়েছে ১৩৩ টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন

ডিসেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত সময়ে সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠনসংক্রান্ত পরিসংখ্যান।

বিভাগের নাম	বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়েছে এরুপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়নি এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠনের শতকরা হার
ঢাকা	৭,৪৮৮	৪,৯৩৬	২,৫৫২	৬৫.৯১%
চট্টগ্রাম	৪,৭০৮	৪,২৬০	৪৪৮	৯০.৪৮%
রাজশাহী	১০,১৭০	৭,৯০৩	২,২৬৭	৭৭.৭০%
খুলনা	৪,৪৮৭	৩,৭৫০	৭৩৭	৮৩.৫৭%
বরিশাল	৪,০২৯	২,২৭৫	১,৭৫৪	৫৬.৪৬%
সিলেট	১,১৭৫	১,১৭৫	-	১০০%
মোট	৩২,০৫৭	২৪,২৯৯	৭,৭৫৮	৭৫.৭৯%

সবচেয়ে বেশি কমিটি গঠিত হয়েছে সিলেট বিভাগে (১০০%) এবং সবচেয়ে কম কমিটি গঠিত হয়েছে বরিশাল বিভাগে (৫৬.৪৬%)।

সূত্র : নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা

মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম

ডিসেম্বর/২০১৬ মাসে দেশব্যাপী মাদকবিরোধী যেসব কর্মসূচি পালন করা হয় তার কিছু সংবাদচিত্র :

২২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে পাবনা টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে বিভিন্ন ট্রেডের ছাত্রদের মধ্যে মাদকবিরোধী বক্তব্য রাখছেন উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী মোঃ হাফিজুর রহমান।

০৭ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে আমিন বাজার, সাভার, ঢাকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ

অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ পথচারীদের মাঝে মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করেন।

২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে মুক্তিযোদ্ধা ফাউন্ডেশন অফিসের সামনে মাদকবিরোধী শ্লোগান সম্বলিত ব্যানার প্রদর্শন করা হয়।

১৬ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে মহান বিজয় দিবসে স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহতদের স্মরণে পুষ্প অর্পণ।

১৬ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে বাগেরহাট জেলা ষ্টেডিয়ামে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান মালায় মাদকবিরোধী শ্লোগান সম্বলিত ব্যানার প্রদর্শন করা হয়।

১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে কেরানীগঞ্জ, ঢাকায় মাদকবিরোধী শর্টফিল্ম প্রদর্শন করা হয়। মাদকবিরোধী অনুষ্ঠানে লিফলেট বিতরণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ

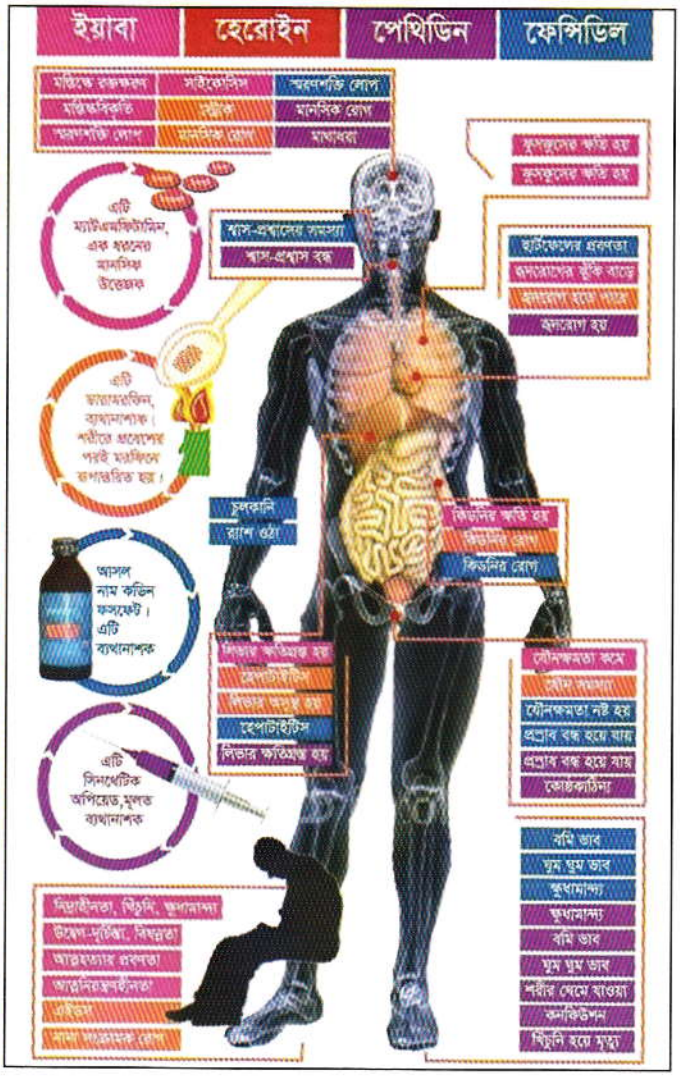

মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব

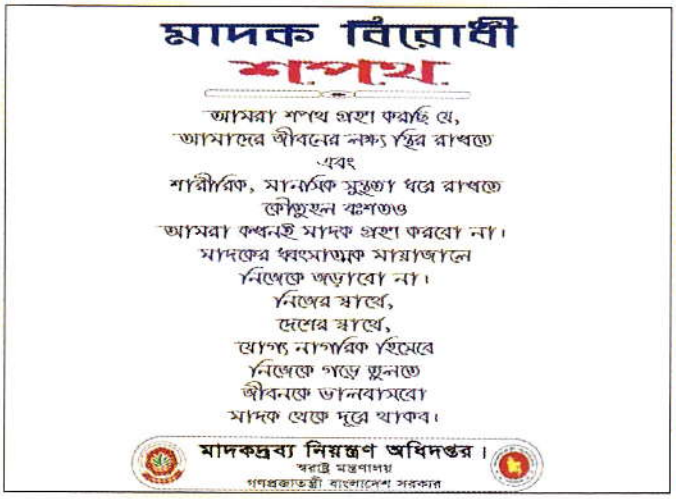

মাদকবিরোধী শপথ গ্রহণের মাধ্যমে মাদককে না বলা।

১৪ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে চুনারুঘাট সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ এর ছাত্রছাত্রীদের সাথে মাদকবিরোধী আলোচনা অনুষ্ঠানে মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ

অপারেশনাল কার্যক্রম

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবায় ১৪৪ কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতার ১

২০ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা পুরাতন বাজারস্থ পৌরভবন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ১৪৪ কেজি গাঁজা উদ্ধারসহ মোসলেম নামে একজন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ২০ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ভোররাতে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সার্কেল পরিদর্শক দেওয়ান মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান এর নের্তৃত্বে কসবা পুরাতন বাজারস্থ পৌরভবন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ১৪৪ কেজি গাঁজাসহ মোসলেম নামক একজনকে হাতে নাতে গ্রেপ্তার করা হয়। গাঁজাগুলো ছয়টি চটের বস্তায় ১২টি করে মোট ৭২টি স্কচটেপে মোড়ানো প্যাকেটের মধ্যে ছিল। প্রত্যেক প্যাকেটে দুই কেজি করে গাঁজা ছিল। গাঁজাগুলো রাজধানী ঢাকায় নেয়ার উদ্দেশ্য কসবা সীমান্ত দিয়ে পাচার করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে কসবা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক থানাধীন দক্ষিণ বড়কাপন এলাকায় আসামীর বসত ঘর থেকে ৩৮৫ বোতল অফিসার্স চয়েজ উদ্ধার

২৬ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ রাত ৮.০০ টায় সুনামগঞ্জ এক মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। সুনামগঞ্জের ছাতক থানাধীন দক্ষিণ বড়কাপন এলাকায় আসামী মোঃ জালাল (৩৫) এর বসত ঘরে তল্লাশী করে ৩৮৫ (তিনশত পঁচাশি) বোতল অফিসার্স চয়েজ নামীয় বিদেশী মদ উদ্ধার করা হয়। এ ব্যাপারে ছাতক থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়।

উদ্ধারকৃত ৩৮৫ বোতল অফিসার্স চয়েজ মদ

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, পাবনা "খ" সার্কেল কর্তৃক ৪০০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার সহ দুইজন আসামী গ্রেফতার

১৩ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় পাবনা "খ" সার্কেল কর্তৃক এক অভিযান পরিচালনা করা হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পাবনা "খ" সার্কেলের পরিদর্শকের নেতৃত্বে ঈশ্বরদী থানাধীন গোকুল নগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৪০০ (চারশত) বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধারসহ ০২ (দুই) জন আসামীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। এ ব্যাপারে ঈশ্বরদী থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়।

উদ্ধারকৃত ৪০০ বোতল ফেন্সিডিল

গোপালগঞ্জ জেলা সদরের মানিকহার এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ২৩০ পিস ইয়াবা উদ্ধারসহ ১জন গ্রেফতার

১২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, গোপালগঞ্জ কর্তৃক ২৩০ (দুইশত ত্রিশ) পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিদর্শকের নেতৃত্বে গোপালগঞ্জ সদর থানাধীন মানিকহার এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ২৩০ (দুইশত ত্রিশ) পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এ সময় আসামী মোঃ কুদ্দুসকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়।

উদ্ধারকৃত ইয়াবা ও গ্রেফতারকৃত আসামী

আইন-আদালত (ডিসেম্বর-২০১৬)

উপ-অঞ্চল/ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ভিত্তিক ডিসেম্বর-২০১৬ মাসের মামলা ও আসামীর পরিসংখ্যান

বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের নাম	ডিসেম্বর-২০১৬					
	নিয়মিত		মোবাইল কোর্ট			
	মামলা	আসামী	মামলা	আসামী	মোট মামলা	মোট আসামী
বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকার্যালয়, ঢাকা	১৩০	১৪৪	১২১	১২১	২৫১	২৬৫
বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকার্যালয়, চট্টগ্রাম	৩৬	৫২	৯৩	৯৩	১২৯	১৪৫
বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকার্যালয়, খুলনা	৬৯	৭৪	৩৬	৩৬	১০৫	১১০
বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকার্যালয়, রাজশাহী	৯০	১০২	১৫৩	১৫৭	২৪৩	২৫৯
গোয়েন্দা শাখা	১৭	২২	০	০	১৭	২২
বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকার্যালয়, সিলেট	১২	১৪	২৮	২৮	৪০	৪২
বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকার্যালয়, বরিশাল	৫	৫	৪	৪	৯	৯
মোট	৩৫৯	৪১৩	৪৩৫	৪৩৯	৭৯৪	৮৫২

প্রশাসন অধিশাখার কার্যক্রম

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করা হয়। এছাড়া বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বিভিন্ন প্রিকারসর কেমিক্যালসের মাধ্যমে আমদানি, সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স আমদানি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজতকরণ, খুচরা বিক্রয় এবং ব্যবহারের লাইসেন্স ফি থেকেও রাজস্ব আদায় করা হয়। অধিদপ্তরের বিভিন্ন অঞ্চল হতে ডিসেম্বর' ২০১৫ এবং ডিসেম্বর' ২০১৬ সাল পর্যন্ত মাসভিত্তিক আদায়কৃত রাজস্বের তুলনামুলক বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক্রঃ নং	অঞ্চলের নাম	ডিসেম্বর' ২০১৫	ডিসেম্বর' ২০১৬
১।	ঢাকা অঞ্চল	১০৩৩৬০৬৭	৯৫৮৪৬২৮
২।	সিলেট অঞ্চল	৩৭৯২১৫৬	৩৮৬৬৩২৮
৩।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৩৮৭০৯৩৮	৩৩৮১৫৯০
৪।	খুলনা অঞ্চল	২৫৭০৫৪১৪	২৮৪৬৮৮৮৬
৫।	বরিশাল অঞ্চল	৩০৫৩২০	৩৪৬৯২০
৬।	রাজশাহী অঞ্চল	৭৮৪১২৫৫	৮০৪৫৬৪০
	মোট	৫১৮৫১১৫০	৫৩৬৯৩৯৯২

রাসায়নিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, কাস্টমস, র‍্যাব ও সিআইডিসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামত এবং শিল্পে ব্যবহার্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রিকারসর কেমিক্যালস এর রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। ডিসেম্বর'২০১৬ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার পরিসংখ্যানঃ

রাসায়নিক পরীক্ষার পরিসংখ্যান

অঞ্চলের/ সংস্থা নাম	ডিসেম্বর/২০১৬ ৬ তে গৃহীত নমুনার সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেন্ডিং/ স্থগিত
		পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট রিপোর্ট	--
ঢাকা অঞ্চল	২০৭	২১০	--	২১০	৮
চট্টগ্রাম অঞ্চল	৮৩	৮২	--	৮২	০৪
রাজশাহী অঞ্চল	৯৯	১০৮	--	১০৮	০১
খুলনা অঞ্চল	১১৬	১১৭	--	১১৭	০৬
বাংলাদেশ পুলিশ	৪১৬৬	৩৯৯৬	--	৩৯৯৬	৩৫৫
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	--	--	--	--	--
র‍্যাব	--	--	--	--	--
বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশ	১০	১০	--	১০	--
অন্যান্য সংস্থা সিআইডি	--	--	--	--	--
মোট	৪৬৮১	৪৫২৩	--	৪৫২৩	৩৭৪

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার)

অবসর উত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুরঃ

নাম/পদবী/কর্মস্থল	সময়সীমা
জনাব মোঃ মজিবুর রহমান, নরসিংদী জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের উপপরিদর্শক	০১/১২/২০১৬ - ৩০/১১/২০১৭
জনাব মোঃ মমতাজুর রহমান ভূঁঞা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, অপারেশন্স অধিশাখার অফিস সহকারী তথা কাম- কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০১/০১/২০১৭ - ৩১/১২/২০১৭
জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা, সিপাই	০১/১২/২০১৬ - ৩০/১১/২০১৭

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অর্থ শাখা)

মাদক নির্ভর পিতা-মাতার কিশোর বয়সী সন্তানদের মানসিক স্বাস্থ্য

ড. ফারাহ দীবা, সহযোগী অধ্যাপক
চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
মেহজারীন বিনতে গাফফার
এম.ফিল গবেষক, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মাদক নির্ভরতার সমস্যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি বহুল পরিচিত ও আলোচিত সমস্যা। এটি এমন একটি সমস্যা যা একাধারে একজন মানুষের ব্যক্তি জীবন হতে শুরু করে ক্রমান্বয়ে তার পরিবার-পরিজন, সমাজ ও জাতীয় জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। মাদকের ওপর নির্ভর একজন মানুষ তার ব্যক্তি জীবনে অনিয়ন্ত্রিত আচরণ, মানসিক রোগ, শারীরিক দুর্বলতা, দারিদ্র, গৃহহীনতা, পারিবারিক নির্যাতন ও নানাবিধ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া, ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। বৈবাহিক জীবনেও ব্যক্তিটি সম্পর্কের টানাপোড়ন, স্বামী/স্ত্রীর সাথে কোন্দল, আর্থিক অস্বচ্ছলতা, অকারনে অন্যদের দোষারোপ করা ইত্যাদি সমস্যার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে একটি পরিবারের সন্তানরাও সাধারনত বেশ কিছু নেতিবাচক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। যে কোন একজন অভিভাবক (বাবা/মা) যদি মাদকের ওপর নির্ভরশীল হয় তবে ওই অভিভাবকের সাথে তার সন্তানের কখনই অর্থবহ সম্পর্ক গড়ে উঠে না কারণ মাদক নির্ভরশীলতা প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিটির আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে ধ্বংস করে তার অভিভাবকত্বের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। ফলশ্রুতিতে সন্তানের সাথে সম্পর্ক তৈরীতে বা অভিভাবকের যে কোন নিয়মতান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় হয়ে ওঠে এই সমস্যা। এই ধরনের পরিবারের সন্তানদের মধ্যে, পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল, বুদ্ধিগত ঘাটতি, পরিস্থিতি অনুযায়ী মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতার অভাব, সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া, আবেগীয় সমস্যা, মনোযোগের অভাব, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, ইত্যাদি দেখা যায় (Suikkanen & Virtala, 2010; Jessica et al, 2012; Browning et al, 2012)। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে মাদক নির্ভর অভিভাবকের পরিবারের সন্তানদের পরবর্তীতে মাদক নির্ভর হওয়ার সম্ভাবনা সর্বাপেক্ষা অধিক (Capuzzi & Stauffer, 2012; Merrich et al, 2007)। এছাড়া শুধুমাত্র বাবার মাদক নির্ভরতার সমস্যা থাকলে পরিবারে উচ্চ মাত্রার পারিবারিক দ্বন্দ, অভিভাবকদের মধ্যে শারীরিক আগ্রাসন, ত্রুটিপূর্ণ অভিভাবকত্ব এবং সন্তানদের মধ্যে উচ্চ মাত্রার বিষণ্নতা ও উদ্বিগ্নতা দেখা যায়। এই পরিবারগুলোতে সাধারনত, অপর সঙ্গীটিকে দাম্পত্যের ও অভিভাবকত্বে অতিরিক্ত বোঝা বহন করতে হয়। মানসিকভাবে তাঁরাও অনেকভাবে বিপর্যস্ত থাকেন তাই সঠিকভাবে সন্তানদের লালন-পালন বা তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী তাঁদের পক্ষেও করা সম্ভব হয় না।

পিতা-মাতার মাদক নির্ভরতার স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ফলাফল গুলোর মধ্যে উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো ছাড়াও সবচেয়ে নিদারুণ ও উল্লেখযোগ্য প্রভাব হচ্ছে কিশোর সন্তানটির মাদকের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে কিশোর বয়সটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, কিশোর বয়সেই সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক মানুষ মাদক গ্রহণ শুরু করে থাকে। এছাড়া মাদক গ্রহণের কারণ হিসেবে গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, পারিবারিক প্রেক্ষাপটে ১৩% ব্যক্তি তিক্ত পারিবারিক সম্পর্কের কারণে, ১২.৯% পারিবারিক দ্বন্দ, ভুলে থাকার কারণে এবং ৬.৫% ব্যক্তি পিতা-মাতার মধ্যকার সম্পর্কের তিক্ততার কারণে মাদক গ্রহন করে। তাহলে বলা যাচ্ছে যে, এক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয় আছে যা কৈশোরকালীন শিশুদের মাদক নির্ভরতার প্রতি সংবেদনশীল করে দিচ্ছে যেখানে পিতা/ মাতার মাদক নির্ভরতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হতে পারে। সামাজিক শিক্ষণ তত্ত্বে এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, কৈশোরকালীন সন্তানরা পিতা-মাতার অথবা সমবয়সীদের অনুকরনেই মাদক গ্রহণ শুরু করে থাকে (Walden, Iocono & McGue, 2007)। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, অল্পবয়সে যারা বহুদিন যাবত মাদক নির্ভরতার সমস্যা ভুগছেন তাদের মধ্যে বারবার মাদকাসক্তির সমস্যায় ফিরে আসা (Relapse) ও সুস্থ থাকার প্রবণতার (Resiliency)-চক্রে ঘুরপাক খাচ্ছেন। এসব সমস্যাকে কেন্দ্র করে অনেক গবেষণা হয়েছে যেখানে মাদক নির্ভরতার কারণ হিসেবে মাদক নির্ভর বাবা-মার সম্পর্ক, পারিবারিক অশান্তি, ত্রুটিপূর্ণ সম্পর্ক, কৌতূহল, বন্ধুত্বে প্রভাব, বিষণ্নতা, ইত্যাদিকে দায়ী করা হয়েছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে ৫ লক্ষাধিক এর অধিক মাদক নির্ভর ব্যাক্তি আছে যার মধ্যে পয়তাল্লিশোর্ধ্ব ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় ৬.৭১ ভাগ এবং বিবাহিত লোকের সংখ্যা প্রায় ৩৪.৩ ভাগ। যদিও বেশিরভাগ গবেষণা ও প্রতিবেদনে তরুণ মাদক নির্ভরদের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে পয়তাল্লিশোর্ধ্ব বয়সের ব্যক্তিদের মাদক ব্যবহারের ধরন, কারণ, দীর্ঘকালীন প্রভাব ইত্যাদির বিষয়টি দৃষ্টির অগোচরে রয়ে গেছে। আমরা তথা সমাজ এই মানুষ গুলোর কথা হয়তোবা ভুলে গিয়েছি যারা কিনা বহুদিন যাবত মাদকের ওপর নির্ভরশীল এবং তাদের সাথে সাথে তাদের পরিবার ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মও প্রতিনিয়ত এই ভয়াবহ সমস্যা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কারণ, সন্তান সাধারণত তার পিতা-মাতার আচরণ অনেকাংশে অনুকরণ করে থাকে ও আচরণের অন্তর্নিহিত তথ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে যা পরবর্তীতে তার ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ক। যে পরিবারে পিতা/মাতা মাদক নির্ভরশীল সেই পরিবারের সন্তানরা পরোক্ষভাবে মাদক ব্যবহারের প্রতি ইতিবাচক সংকেত পেয়ে থাকে এবং তাদের পিতা-মাতার থেকে কম ভালবাসা, সম্পর্কের উষ্ণতা ও অপর্যাপ্ত তত্ত্বাবধায়ন পেয়ে থাকে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে অভিভাবকের মাদক গ্রহণের ধরনের সাথে কৈশোরকালীন সন্তানদের ত্রুটিপূর্ণভাবে মানিয়ে নেওয়ার সম্পর্ক আছে যার ফলে সন্তানরা একের অধিক মাদকে আসক্ত হতে পারে। পরিবারের সন্তানটি যেন তার অভিভাবকের মত মাদকের করাল গ্রাসে না পড়তে পারে তার জন্য পরিবার, প্রাতিষ্ঠানিক ও জাতীয় পর্যায়ে কর্মসূচি গ্রহণ করা জরুরি। বহির্বিশ্ব-এ এমন অনেক সংস্থা আছে যারা মূলত মাদক নির্ভর অভিভাবকদের সন্তানদের নিয়ে কাজ করে যেখানে তাদের মানসিকভাবে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে আমাদের দেশে বয়স্ক মাদক নির্ভরদের শনাক্ত করা ও তাদের সন্তানদের মধ্যে কারা বেশি ঝুঁকিতে আছে তা নির্ণয় করে তাদের উপযোগী সুনির্দিষ্ট মানসিক সহায়তা প্রদান করা জরুরি। এছাড়া, মাদক নির্ভর ব্যাক্তির চিকিৎসায় যদি পুরো পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে চিকিৎসা সফল হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি (Vaughn & Howard, 2004; Waldron & Turner, 2008; Ozechowski & Liddle, 2000)।

আমাদের দেশে বয়স্ক মাদক নির্ভরদের সংখ্যা বাড়ছে এবং তার সাথে সাথে তারা তাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তাই এখনই এদের জন্য অভিজ্ঞতা-নির্ভর উপযোগী করে নেওয়া চিকিৎসা সেবা (Adapted Evidence-based Treatment Service) গ্রহণ করা যায়। সাথে সাথে তাদের পরিবারের সদস্যদের ও সন্তানদের সুরক্ষার জন্যও সার্বিক ধরনের (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর প্রতিরোধ) সেবা প্রদান করা জরুরি। যেমন, একটি পরিবার যখন একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে হাসপাতাল বা পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাবে তখন ওই পরিবারের কৈশোরকালীন ছেলে বা মেয়েটিও কি কোন ধরনের মাদকের ওপর নির্ভর কিনা তা সম্পর্কে তথ্য নেয়া এবং যদি ইতিবাচক তথ্য পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে তাকে ওই কেন্দ্রে বা অন্য কোন কেন্দ্রে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা। এধরনের সহায়তা প্রাথমিক প্রতিরোধ (Primary Prevention) এর আওতায় পরে। অতঃপর, যদি ওই পরিবারের সন্তানদের মধ্যেও মাদক নির্ভরতা থাকে তবে তার জন্য যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, যা মাধ্যমিক প্রতিরোধ (Secondary prevention) এর আওতায় পরে। এই দুই ধরনের সেবায় মূলত কমিউনিটি পর্যায়ে দেয়া যেতে পারে, যেখানে কিশোরবয়সী ছেলে-মেয়েদের স্কুল পর্যায়ে গিয়ে মাদক নির্ভরতার বিষয়ে সচেতন করা যেতে পারে। এবং উচ্চতর প্রতিরোধ (Tertiary Prevention) এর ক্ষেত্রে, ইতিমধ্যে যারা মাদক নির্ভর বলে চিহ্নিত হয়েছে তাদের চিকিৎসার পাশাপাশি জীবনযাত্রার মান উন্নত করা ও মাদকের প্রভাব

দীর্ঘকালীন না হয় তা নিশ্চিত করা জরুরি। এছাড়াও, কিশোরবয়সী ছেলে-মেয়েদের জন্য মাদক বিষয়ে বয়স অনুযায়ী প্রাথমিক তথ্য, পরিস্থিতিতে মানিয়ে চলার দক্ষতা, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজের যত্ন, আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস বাড়ানো, পরিবারে ও বন্ধুদের সাথে বিশ্বস্ত সম্পর্ক গড়ে তোলা, আত্মসচেতন ও আত্ম নিয়ন্ত্রণ রাখা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করা যেতে পারে।

যেহেতু বাংলাদেশের ৮০% মাদক নির্ভর ব্যক্তিই তরুণ, তাই এই সংখ্যা যেন পরবর্তীতে আরও আশঙ্কাজনক হারে বাড়তে না পারে তার জন্য পরিবার থেকেই প্রতিরোধ গড়ে তোলা বাঞ্ছনীয়। বর্তমান প্রতিবেদনটির দৃষ্টিকোণ থেকে আশা করা যাচ্ছে এই ধারণার বাস্তবায়নে সরকার ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তাই পারে আমাদের দেশকে একটি মাদকমুক্ত দেশে রুপান্তর করতে।

মানসিক নিরাপত্তার উৎস পরিবারঃ মাদক প্রতিরোধে দুরন্ত দূর্বার

পিয়ারা বেগম, শিক্ষক (অবঃ)
তারাবো, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

একটি শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পরপরই সে কেঁদে ওঠে, চিৎকার করে। শিশু মনোবিজ্ঞানীরা বলেন- এর মূল কারণ এতদিন মায়ের গর্ভে ছিল সে নিরাপদ পরিবেশে। হঠাৎ পৃথিবীর আলো বাতাসের সংস্পর্শে এসে তার প্রথম অনুভূতি জাগে নিরাপত্তাহীনতা। তাই সে চিৎকার করে তার অভাববোধের কথা জানাচ্ছে। মা শিশুর অভাববোধ পূরণের লক্ষ্যে মাতৃত্বের সবটুকু দরদ উজার করে শিশুটিকে কোলে নেন, বুকে জড়িয়ে ধরেন। শিশুটি তার নিরাপত্তাটুকু ফিরে পায়। শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

একটি শিশু জন্মের পরই তার নিরাপদ আশ্রয়স্থল বা নিরাপত্তার সুষম উৎস হয় তার মা। ধীরে ধীরে সে বড় হওয়ার সাথে তার চিন্তা-চেতনার বিস্তৃতি ঘটে। তখন তার আশ্রয় ও ভরসাস্থল হিসেবে পায় তার পরিবারকে। শিশুর শারীরিক মানসিক ও আত্মিক বিকাশের জন্য বড় সহায়ক হচ্ছে তার পরিবার। মূলতঃ শিশুর লালন-পালন, নিশ্চিত নিরাপদ বেড়ে ওঠা নির্ভর করে পরিবারের ব্যক্তির আচার-আচরণসহ তার পারিপার্শ্বিকতার উপর। যারা সুষ্ঠু ও অনুকূল পরিবার পায়, পরিবেশ পায় তাদের মেধার বিকাশ চমৎকার এগিয়ে যায় এবং তারাই পৃথিবীকে দিতে পারে নতুন চমক। শিশুর চমকে উচ্ছ্বসিত হোন পরিবার। শিশুটিও তার কৃতিত্বের আনন্দ উপভোগ করে পরিবারের সাথে। আনন্দের খবর শেয়ার করলে আনন্দ বাড়ে আর দুঃখের খবর শেয়ার করলে তা কমে। এভাবেই একটি শিশু তার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ভাগ করে নেয়ার জন্যে পরিবারই হচ্ছে অন্যতম নির্ভরতার স্থান।

এই শিশুটিই যখন কিশোর-যুবা বয়সে এসে বাইরের পৃথিবীর সাথে পরিচিত হয় তখন সে বাইরের পৃথিবীতে তার নিরাপত্তার উৎস অনুসন্ধান করে। সে তখন অর্থ, ক্ষমতা বা খ্যাতির মাঝে তার নিরাপত্তাকে দেখতে পায় এবং তা অর্জনে সে মরিয়া হয়ে ওঠে। সে আবেগীয় মুহূর্তে যদি সে তার পরিবারকে কাছে পায় তাদের কাছ থেকে প্রার্থীত চাওয়ার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পায় তখন সে তার ভাবনাকে ইতিবাচক লক্ষ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। কিন্তু এর ব্যত্যয় ঘটলে কি হতে পারে?

তার উত্তরটা একটু খোলসা করে বলছি। আমরা জানি, প্রাণী মাত্রই স্বাধীনতাপ্রবণ। বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে মানুষের স্বাধীনতার ব্যাপ্তিটা অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে অনেক প্রখর ও বিস্তৃত। মানুষের চিন্তা-চেতনার কোন সীমা পরিসীমা নেই। তাই তাদের স্বাধীনতার বিস্তৃতিও অসীম। তাই তো তাদের চাহিদার কোন একটা দিক পূরণ হলে পরক্ষণেই অন্য চাহিদার সৃষ্টি হয়। এই চাহিদা যখন সে নিবৃত্ত করতে পারে না, কিংবা পরিবার তা পূরণে ব্যর্থ হয় তখন বাঁধে গোলমালটা। জন্ম নেয় অভিমান, ক্ষোভ, ক্রোধ, হতাশা, ব্যর্থতা এবং বিষণ্নতা।

একটি দোলনার শিশু তার শারীরিক স্বাধীনতার এতটুকু ব্যত্যয় ঘটলে সে কান্না বা চিৎকারের মাধ্যমে এর প্রতিবাদ জানায়। আমার মনে হয় বর্তমানে এই ভোগবাদের যুগে আমাদের শিশু-কিশোর-যুবারাও মাদকে আসক্ত হওয়ার যে অশুভ প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে এটা হয়তো বা পরিবারে প্রতি, সমাজের প্রতি তাদের অবচেতন মনের একটা প্রতিবাদ। আর এর কারণ হতে পারে তাদের অযৌক্তিক চাওয়া কিংবা যৌক্তিক চাওয়ার প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতা। আর তার পরিণতি গড়ায় আমাদের আদুরে সন্তানটি মাদকের মাঝে খুঁজে নেয় তার নির্ভরশীলতা, ভরসা। কিংবা অপরাধ জগতে বিচিত্র বৈভবে ভরা নতুন জীবনের সন্ধান।

এখন সন্তানের যৌক্তিক চাওয়া আর অযৌক্তিক চাওয়ার ব্যাপরে কিছু বলার প্রয়োজন মনে করছি। আসলে যৌক্তিক চাওয়ার ক্ষেত্রে বলব সামর্থ্য থাকলে তা পূরণ করা উচিত। আর অপারগতায়-সন্তানকে আদরে-কদরে-সোহাগে, মধুর সম্ভাষণে, আপনার অপারগতার কথা যুক্তির নিরিখে সহজ ভাবে ইনিয়ে-বিনিয়ে, কেঁদে-কেটে গভীর আকুতি ভরে খুলে বলুন। আর এতে যে, আপনি কষ্ট পেয়েছেন, ব্যথিত হয়েছেন তা তাকে আবেগীয় ঢংয়ে প্রকাশ করুন। দেখবেন আপনার চোখের বেদনাশ্রু আপনার সন্তানকে তার চাওয়া থেকে সরে এসে উল্টো আপনার প্রতি সহানুভূতিতে এগিয়ে আসবে।

আর অযৌক্তিক চাওয়া এক ধরনের আসক্তি এবং তা সংক্রামক ব্যাধির মত। আর এটার জন্য আমরাই মূলতঃ দায়ী। একটি শিশু জন্ম থেকেই খারাপ হয়ে জন্মায় না। শিশুরা শিখে পরিবেশ থেকেই। তাইতো পরিবেশ, পরিস্থিতির আঙ্গিকে গড়ে উঠে তার ব্যক্তিত্ব আর সময়ের পরিক্রমায় তা প্রকাশও পায় খারাপ বা ভাল মানুষের অস্তিত্বে।

এখন চলছে পণ্য দাসত্বের যুগ। আমরা নিজেরা অনেকেই পণ্য দাসত্বের বলয়ে বন্দী। বৈধ কিংবা অবৈধ পন্থায় আয় রোজগারের সাথে ব্যয়ের হিসাবের সমন্বয় রাখি না। কারণ এখন সমাজে স্ট্যাটাস মূল্যায়ন হয় পণ্যের নিরিখে। নিজেদের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকিনা আমরা। সন্তানদেরকেও আমরা সে ভাবে তৈরি করছি। অন্যের সাথে ক্রমাগত তুলনা করে তা পাওয়ার প্রত্যাশায় অসুস্থ প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়ছি। চমকপ্রদ, লোভনীয় বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে তা দ্রুত সংগ্রহে মরিয়া হয়ে উঠি। স্বামী বা পিতার সংগতি ধর্তব্যে আনি না। সন্তানরাও তেমনি। এমনটি চাই তেমনটি চাই। অজস্র চাওয়ার আসক্তির জালে জড়িয়ে পড়ছি পরিবারের সবাই। আমরা জানি, আসক্তি সৃষ্টি হলে কোন কিছুতেই একজন মানুষ তৃপ্ত হতে পারে না। ক্রমাগত চাহিদা বাড়তেই থাকে ঠিক মাদকের আসক্তির মতই। চাহিদা বাড়ে, সাথে মাত্রার পরিমানও বাড়ে। সন্তানদের অযৌক্তিক চাওয়াটাকেও স্ট্যাটাসের নিরিখেই বিবেচনায় এনে তা পূরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। এমন কী সন্তানদের প্রতি আমাদের ভালোবাসাও আসক্তিতে রূপ নেয়। স্নেহের অতিশয্যে, ভালবাসার অন্ধ মোহে সন্তানদের এতই প্রশ্রয় দেই যে, কখনো তাদের সব কাজ নিজেরাই করে দেই। তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলাটাও স্ট্যাটাস রক্ষার পরিপন্থী মনে করি।

স্বাবলম্বী বা স্বনির্ভর প্রসঙ্গ আসায় জাতীয় অধ্যাপক ডা: এম আর খান স্যারের একটা লেখা দেওয়ার লোভ আমি সামলাতে পারছি না। তিনি বলেছেন-'একটি বা দু'টি সন্তানকে ননীর পুতুলের মত সারাক্ষণ আগলে রেখে ফার্মের মুরগী বানাচ্ছেন আজ কালকার বাবা-মায়েরা। এটা না করে সন্তানকে স্বনির্ভর ও শারীরিক শ্রমে অভ্যস্ত করতে হবে।" আসলেও তাই'। প্রকারান্তরে আমরা সন্তানদের মূল্যবান জীবনটাকেই নষ্ট করে দিচ্ছি।

বর্তমানে তরুণ সমাজের একটি অংশ হতাশায় ডুবে যাচ্ছে। তার কারণ হতে পারে হয়তো বা তাদের কাছে বাঁচার অর্থ খুঁজে না পাওয়া। তাদের মধ্যে অনেকেই প্রাচুর্যে থেকেও অতৃপ্ত ফলে হীনমন্যতায় ভোগে মাদকে আসক্ত হচ্ছে। আবার কেউ কেউ অতিরিক্ত বিলাস-ব্যসনে অভ্যস্ত হয়ে তার বোধশক্তি হারায়। বাস্তবতা থেকে সে ক্রমশঃ দুরে সরে যেতে থাকে এমন কী 'অভাব' শব্দটি বোঝার মত চেতনাবোধরেও বিলুপ্তি ঘটে। কখনো বা নিজে সব ধরনের প্রাচুর্যের আবহে, সুখের অতিশয্যে থাকতে থাকতে মূল্যবোধের শেষ নির্যাসটুকু হারায়ে এক সময় নেশার জগতে প্রবেশ করে মানসিক ভাবে ভিখেরীর মত।

হায়রে দুনিয়া! আর নিম্নবিত্ত পরিবারের সুবিধা বঞ্চিতরা বেঁচে থাকার জন্য সাধারণ মৌলিক চাহিদাটুকু যোগাড়যন্ত করতে না পেরে হতাশায়, বিষন্নতায় ভোগে। ধুঁকে ধুঁকে, জীর্ণ-শীর্ণ কংকালসার দেহে টোকাই সেজে ময়লা আবর্জনার স্তুপ থেকে কখনো বা অলি-গলি- ঘুপছি থেকে সংগ্রহ করে বর্জ্য নিংড়িয়ে কিছু উচ্ছিষ্ট বস্তুসামগ্রী যা বিক্রি করে উদরপূর্তি করে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। আসলেও কী স্বস্তি তাদের মেলে? তাদেরকেই আবার আমাদের সমাজের মাদক ব্যবসায়ীরা অল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মাদকদ্রব্য ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা হিসাবে ব্যবহার করে।

সাধারণতঃ অনেকেই মনে করে থাকেন মাদকাসক্ত শুধু মাত্র উচ্চবিত্তের সমস্যা যারা সৌখিন, বিলাসী, অতিমাত্রায় উচ্চাভিলাষী। আসলে তা নয়। সম্প্রতি মাদকাসক্ত সমস্যাটি সমাজের সকল শ্রেণিতে বিস্তৃত। এবং তার কারণ প্রেক্ষাপট ও ভিন্ন ভিন্ন। মূলতঃ উচ্চবিত্তরা খায় ভোগ বিলাসক্ত হয়ে, কিছু খায় স্বাদের ব্যাঞ্জনার বৈচিত্রতার জন্যে, তারা চিকিৎসাও নেন বিলাসবহুল কেবিনে অবকাশ যাপনের মত করে। আসলে উচ্চবিত্তদের মাদকাসক্তের সমস্যাটাকে তারা তেমন ধর্তব্যে আনে না। ফ্যাশান কিংবা স্ট্যাটাস বা আভিজাত্যের একটা অংশ হিসাবেই তা গণ্য করে। অতিরঞ্জিত অনৈতিক বা অপ্রীতিকর কোন ঘটনাকে কখনো টাকার দাপটে ঢাকা দিয়ে রাখে। তারা অবশ্য জেনে শুনেই মাদক গ্রহণ করছে।

আর মধ্যবিত্তরা আছে মহাসমস্যায়। মধ্যবিত্তদের মাদকাসক্ত হওয়ার জন্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারিবারিক অশান্তি মূলতঃ দায়ী। আর তাদের মাদকাসক্তের ঘটনাই চাউর হয় বেশি। তারা সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে মান সম্মানের কথা বিবেচনা করে প্রথমত তা গোপন রাখার অপচেষ্টা করে। নেশাগ্রস্ত সন্তানকে লোক সম্মুখে মিথ্যার আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করার চেষ্টা করে। এতে নেশাগ্রস্ত সন্তানটি প্রকান্তরে প্রশ্রয় পায়। তখনি তাদের বোধোদয় ঘটে যখন সন্তানটি পুরোমাত্রায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আর চিকিৎসার ব্যাপারেও তারা উদাসীন। চিকিৎসা করে বটে তবে আসক্ত ব্যক্তির সেবা যত্নের প্রতি নিয়ম নীতির কোন তোয়াক্কা করে না। প্রথম প্রথম খুবই আগ্রহ দেখায়, পরবর্তিতে পারিবারিক সমস্যার অজুহাতে হাল ছেড়ে দেয়। এই ফাঁকে সাময়িক সুস্থ হওয়া ব্যক্তিটি পুনরাসক্ত হয়ে মৃত্যুর দরজাটি উন্মুক্ত করে দেয়।

আর অন্তহীন সমস্যার জালে আবৃত নিম্নবিত্তদের বেলায় তো কথায় নেই। চালচুলোহীন সামাজিক ভাবে বঞ্চিত, মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত, অশিক্ষিত, মূর্খ, সর্বক্ষেত্রে অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির মধ্যেই মাদকাসক্তির সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। বিভিন্ন বস্তিতে, রেল স্টেশনে, লঞ্চ, বাস টার্মিনালে, মানবেতর জীবনাচারে অভ্যস্ত এই সব ছিন্নমুল শিশুকিশোরদের দারিদ্রতার সুযোগে তথাকথিত অর্থলিপ্সু মাদক ব্যবসায়ীরা তাদেকে ব্যবহার করছে মাদক পাচারের মত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে। এক সময় তারাও মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। আর নেশার টাকা যোগাতে হেন অপরাধ নেই যে তারা করছে না। চুরি, ছিনতাই, পকেটমারা এসব তাদের জন্য ডালভাত। বড় বড় ক্রিমিনালদের পাল্লায় পড়ে রুটি-রোজগারের লোভে বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল কিশোররা অনেক সময় খুন খারাবির ঘটনাও ঘটায়ে থাকে। বেঁচে থাকার প্রাণান্তকর চেষ্টায় অবহেলিত, ভাগ্যবিড়ম্বিত কিশোরদের মাতাল জীবনের কোলাহল আর বিদ্রুপ যেন আছড়ে পড়ছে পলিথিনে মোড়া খুপড়ি ঘরের চারপাশে। নিয়তির আক্রোশে এদের খিদে মরে যায়। তখনি তারা মদ খায় তাদের ভোঁতা খিদেটাকে শান দিতে। কেউ বা খায় খুধার জ্বালা মিটাতে। মদের ভোটকা ঝাঁঝে তাদের পেটের নাড়িভুড়ি যেন চিড়বিড়িয়ে ওঠে। এটাই তাদের নিয়তি।

আর নিম্নবিত্তদের অধিকাংশই মাদক আসলে কি তারা জানেই না। আর আমরা কী করছি? যারা আমাদের চেয়েও ভাল জানে তাদেরকে জানাচ্ছি বক্তৃতা বিবৃতি, লেখালেখির মাধ্যমে। জেগে থেকেও ঘুমের ভান করছে যারা তাদের ঘুম ভাঙ্গানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছি। তবে তাদের জাগানোর দায়িত্ব পালনেও লেগে থাকতে হবে আমাদের। আমি আশাবাদী অচিরেই তারাও জেগে উঠবেন। তাদের বিবেক, মানবিক, নৈতিক মূল্যবোধ ও জেগে উঠবে। তখনি তারাও ধরফড়িয়ে উঠবেন। যেমন ঘুমন্ত মানুষকে ডাকলে তাৎক্ষণিক ধড়ফড়িয়ে ওঠে। আসুন, আমরা ঘুমন্ত মানুষদের দিকে একটু চোখ ফেরাই, যারা না জেনেশুনে এ বিষ পান করছে। সমাজের নিম্নবিত্তদের একটু মানুষ বলে ভাবি।

আমাদের গরিব আত্মিয়স্বজন বা নিম্নবিত্ত প্রতিবেশী মাদকাসক্ত পরিবারে পাশে দাঁড়াই। মাদকাসক্ত সেই ব্যক্তিটি আমাদের সমাজে সকলের ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য। শুধু সাধারণ ভালবাসা নয়, গতানুগতিক ভালবাসা নয় বিশেষ ভালবাসার প্রয়োজন। কারণ তারা অসুস্থ এবং অসহায়। পরিবারে একক প্রচেষ্টায় তাদের সম্পূর্ণ সুস্থ করা সম্ভব নয়, প্রয়োজন সকলের সমষ্টিগত ভালবাসা। তাদের যদি অবহেলা করা হয়, নানা দুর্নাম রটিয়ে মারধর করে, সামাজিক-ধর্মীয়ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়, তবে তারা জীবনের প্রতি আরো বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে। আরো বেশি অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়বে। ক্রমান্বয়ে শুধু নিজেই নষ্ট হবে না আরও অনেককে নষ্ট করবে। আর এভাবেই সবার অজান্তে হারিয়ে যাবে অনেক সম্ভাবনাময় তাজা প্রাণ।

সত্যি বলতে কী অসুস্থ, বিপন্ন মানুষকে সহজে কেউ সহানুভূতি দেখায় না, যা দেয় তা হচ্ছে করুণা। কিন্তু মানুষ চায় সহানুভূতি করুণা নয়। আর মাদকাসক্তের বেলায় এই করুণাটুকু দিতেও অনেকেই কার্পণ্য করে। তবুও আমি বিশ্বাস করি অন্যের প্রতি মমতা, ভালবাসা, অন্যকে লালন করার আকাঙ্ক্ষাও মানুষের সহজাত। এটাও সত্য, দুঃখক্লিষ্ট, অসহায় মানুষের মনে সান্তনার বাণী পৌছানো, আত্মবিশ্বাস যোগানো এটাই হলো তার জন্যে সবচেয়ে বড় সেবা। অর্থ দিয়ে এর কোন পরিমাপ হয় না। নিম্নবিত্ত একটি পরিবারে কেউ মাদকাসক্ত থাকা মানে ঐ পরিবারে গোদের উপর বিষফোঁড়ার চেয়েও মারাত্মক এবং যন্ত্রণাদায়ক। আসুন, আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাই। মাদকাসক্ত পরিবারের সাহায্যে সেবার হাত প্রসারিত করি।

এবার অভিভাবকদের বিনয়ের সাথে বলছি। শৈশব থেকে সন্তানকে পরিমিতি বোধের শিক্ষা দিন। আপনার আয়ের উৎসের সাথে সংগতি রেখে সন্তানদের খাবারে পরিমিতি, কথায়, আচারে, আচরণে, আনন্দ-উল্লাসে, কেনাকাটায়, ঘুমে এমন কী বিশ্রামেও পরিমিতি বজায় রেখে চলুন। মূলতঃ সবকিছুতেই পরিমিতির প্রয়োজন। আর আপনি নিজেও সন্তানদের প্রতি আদর-শাসনে ব্যালেন্স বজায় রেখে পরিমিতি বোধের পরিচয় দিন। পরিমিতি বোধই একজন শিশু যথাযথভাবে তার মেধাকে বিকাশিত করতে পারে। কারণ, প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য যেটা পরিমিতি সেটাই বিকশিত হয়।

সক্রেটিসের একটা বিখ্যাত উক্তি এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। তাহলো, 'How many things without I Can live' অর্থাৎ কত কিছু ছাড়াই আমি বেঁচে থাকতে পারি।" তাই কেনাকাটার আগে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, Can't you live without it? অর্থাৎ এটি ছাড়া কী আপনি চলতে পারবেন না? ও Can't live without it? ভেতর থেকে যদি উত্তর আসে, এটি ছাড়া আমার চলবে না? তখন সেটি কিনুন। শোকর গোজারি হোন, যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। প্রশান্তি পাবেন। ছোট্ট একটা গল্প দিয়ে শেষটুকু শেষ করছি। একজনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আর কি হলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন? তিনি বলেছিলেন, জাস্ট ওয়ান মোর। আসুন না আমরা এই 'ওয়ান মোর' থেকে বেরিয়ে আসি। আসক্তি মুক্ত হই। পরিমিতি অনুশীলনে, আত্মনিয়ন্ত্রণে অভ্যস্থ হই। পরিবারকে অভ্যস্থ করি এবং পরিবারের মানসিক নিরাপত্তার উৎস হই, কোনক্রমেই যেন সন্তানদের ঝামেলার উৎস না হই। আর সেবার মনোভাব নিয়ে প্রতিবেশি মাদকাসক্ত, সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াই। মাদকের মরণ কামড় থেকে নিজের পরিবার, সমাজ তথা দেশকে রক্ষা করি। মাদক রোধে সক্রিয় ভূমিকা রাখি।

নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ কর্তৃক প্রকাশিত।
ফোন: ০২-৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স: ০২-৮৮৭০০১০, ই-মেইল: dgdncbd@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dnc.gov.com